ক্ষোভ

রশ্মিকা-কাণ্ডে সহযোগিতা করছে না 'মেটা'। বলল দিল্লি পুলিশ

৮

সংবাদ প্রতিদিন

দৌড়ে

ইফি-তে গোল্ডেন পিকক-এর দৌড়ে 'কান্তারা'

৫

sangbadpratidin.in
epratidin.in
৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৫.০০ টাকা
* বড়জোড়া সংস্করণ
শনিবার | ২৫ নভেম্বর ২০২৩

পরিষ্কার আকাশ সর্বনিম্ন ১৯°/২৯° সর্বাধিক

১০ পাতা

এক ঝলক

২৫ পণবন্দিকে মুক্তি দিল হামাস

■ তেল আভিভ : যুদ্ধবিরতির প্রথম দিনে ২৫ জন পণবন্দিকে মুক্ত করল হামাস। এদের মধ্যে ১৩ জন ইজরায়েলি নাগরিক ও ১২ জন থাইল্যান্ডের নাগরিক। যে ১৩ জন ইজরায়েলি নাগরিকদের হামাস মুক্ত করেছে তাদের সকলকে ইজরায়েলি নিরাপত্তা সংস্থা 'শিন বেড' উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছে। মিশরের দিকে রাফা সীমান্তে হামাস পণবন্দিদের মুক্ত করে। রেড ক্রসের অ্যাম্বুল্যান্সে করে পণবন্দিদের রাফা সীমান্তে নিয়ে আসা হয়। হামাস ও ইজরায়েলের চুক্তি অনুযায়ী চারদিন গাজায় যুদ্ধবিরতি চলবে।

শহিদ জননীর তোপ যোগীর মন্ত্রীকে

■ লখনউ : শহিদ ক্যাপ্টেন শুভম গুপ্তর মায়ের হাতে চেক তুলে দেওয়ার ছবি তুলতে গিয়ে তোপের মুখে পড়লেন উত্তরপ্রদেশের পরিষদীয় মন্ত্রী যোগেন্দ্র উপাধ্যায়। জম্মুর রাজৌরিতে জঙ্গিদের গুলিতে বুধবার শহিদ হয়েছেন আগ্রার বাসিন্দা শুভম গুপ্ত। শুক্রবার শুভমের পরিবারের হাতে ৫০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিতে যান যোগী রাজ্যের মন্ত্রী। চেক তুলে দেওয়ার সময় তিনি ছবি তোলার জন্য পোজ দিয়েছিলেন। তা দেখেই শহিদ শুভমের মা চিৎকার করে বলে ওঠেন, ''এইসব লোক দেখানো বিষয় বন্ধ করুন। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন।''

নৌসেনার মৃত্যুদণ্ড আরজি নিল কাতার

■ দোহা : চরবৃত্তির অভিযোগে ভারতীয় নৌসেনার যে আটজন প্রাক্তন আধিকারিককে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে কাতারের একটি আদালত, তার বিরুদ্ধে ভারতের আবেদন অবশেষে গ্রহণ করা হল। কাতার সরকারের একটি সূত্র শুক্রবার জানিয়েছে, ভারতের আবেদনটি খতিয়ে দেখে আদালত দ্রুত শুনানির দিন ঠিক করবে। ইজরায়েলের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগ রয়েছে কাতারে একটি বেসরকারি সংস্থায় নিযুক্ত ওই আট প্রাক্তন ভারতীয় নৌসেনা।

চিনে নিউমোনিয়া, নজর ভারতে

■ নয়াদিল্লি : উত্তর চিনে শিশুদের মধ্যে ভয়াবহ নিউমোনিয়ার প্রকোপের দিকে সতর্ক নজর রাখছে ভারত। শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, যে কোনও ধরনের পরিস্থিতির জন্য ভারত তৈরি। তবে ভারতের তরফে বলা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে, তাতে এই নিউমোনিয়া মানুষ থেকে মানুষে ছড়াচ্ছে না। মৃত্যুর হারও কম। চিনের যে অঞ্চলে এই নিউমোনিয়া ছড়িয়েছে সেই অঞ্চলের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগও কম।

ফের ঘূর্ণিঝড় নিয়ে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে

■ কলকাতা : আজ, শনিবার দক্ষিণ আন্দামান সাগর এবং সংলগ্ন এলাকার উপর একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হতে চলেছে। এর প্রভাবে রবিবার আন্দামান সাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে, যা সোমবারের মধ্যে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে আসবে। বুধ-বৃহস্পতিবারের মধ্যে এটি ঘূর্ণিঝড় হয়ে রাজ্যের উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে।

বারবার বাধায় বিঘ্ন উদ্ধারে

খননযন্ত্র বিগড়ে নতুন সমস্যা

■ উত্তরকাশীর সিল্কায়রার সেই ঘটনাস্থল। জোরকদমে চলছে উদ্ধারের কাজ। (নিচে) ভেঙে পড়া খননযন্ত্র 'অগার ড্রিলিং মেশিন'। শুক্রবার। —পিটিআই

দেরাদুন : 'ডেডলাইন' এবারও 'মিস'। বুধবার পেরিয়ে বৃহস্পতিবার, এমনকী শুক্রবারও উত্তরকাশীর নির্মীয়মাণ সুড়ঙ্গ থেকে বের করে আনা গেল না শ্রমিকদের। নেপথ্যে কারণ সেই 'অগার' মেশিন। খননকারী এই যন্ত্র শুক্রবার ফের বিকল হয়ে পড়ে বলে খবর। এই নিয়ে তিন বার। বৃহস্পতিবার রাতে সিল্কায়রার দিক থেকে শ্রমিকদের উদ্ধারের প্রক্রিয়া পুনরায় শুরু হয়েছিল, সাহায্য নেওয়া হয়েছিল সেই অগার 'ড্রিলিং' মেশিনের। কিন্তু কাজ শুরু করেও শ্রমিকদের থেকে ফের মাত্র কয়েক মিটারের দূরত্বে থমকে যায় উদ্ধারকাজ। অগার মেশিনে প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দেওয়াতেই এই বিপত্তি। সমস্যা মিটিয়ে শুক্রবার সকালে ফের শুরু হয় 'ড্রিলিং'। কিন্তু কিছু ক্ষণের মধ্যেই আসে আবারও বাধার মুখে পড়ার খবর। আটকে যায় উদ্ধারকাজের প্রক্রিয়া। বেশ কিছু সময় পর ঘোষণা হয় সন্ধ্যা ৬টার 'ডেডলাইন'। জানানো হয়, ওই সময়ের মধ্যেই আটকে পড়া ৪১ জন শ্রমিককে নিরাপদে উদ্ধার করে আনা হবে। কিন্তু সেই মেয়াদ পেরিয়ে গেলেও রাত পর্যন্ত কোনও সুখবর আসেনি। তিনশো ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে, শ্রমিকরা সুড়ঙ্গে 'বন্দি'। শেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনোর জন্য যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করা বাকি ছিল, তার মধ্যে প্রথম পাঁচ মিটার পথ পেরনো সম্ভব হয়েছে। প্রথম পাঁচ মিটারের 'ড্রিলিং' শেষ। সূত্রের খবর, আর ১০-১২ মিটার 'ড্রিলিং' বাকি। সুড়ঙ্গে আগেই একটি পাইপ প্রবেশ করানো হয়েছিল, তার সঙ্গেই প্রবেশ করানো হয়েছে আরও একটি পাইপ। এই দ্বিতীয় পাইপটি ওয়েল্ডিং-এর মাধ্যমে প্রথমটির সঙ্গে জুড়বে। সাহায্য নেওয়া হচ্ছে 'ড্রোন টেকনোলজি'-রও। সুড়ঙ্গের ভিতরে যে অংশগুলিতে জিপিএস কাজ করছে না, সেখানকার পরিস্থিতি জানাবে এই ড্রোন প্রযুক্তি। সব মিলিয়ে, সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারে চেষ্টা চলছে জোরকদমেই।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে, শুক্রবারের মধ্যেই যে সমস্ত শ্রমিক অন্ধকূপের অতল থেকে মুক্তি পাবেন, আগে আভাস ছিল সেরকমই। উদ্ধারকাজ যে সফল হবে, তা ধরে নিয়েই হয় পুজো, এমনকী অন্তিম পর্যায়ের উদ্ধারকাজের ছবিটা ঠিক কেমন হবে, কীভাবে একটি বড় পাইপের মধ্যে দিয়ে চাকা লাগানো স্ট্রেচারে শুইয়ে শ্রমিকদের বের করে আনা হবে, এনডিআরএফ কর্মীরা তার মহড়াও দেন। মক ড্রিল করেন পাঁচ ইঞ্চির পুরু পাইপ নিয়ে। মহড়ায় দেখানো হয়—সুড়ঙ্গের মুখ থেকে তেমনই একটি পাইপ আটকে থাকা শ্রমিকদের কাছে পাঠানো হবে। সেই পাইপ দিয়েই বের করা হবে স্ট্রেচার। শ্রমিকদের যাতে কোনওভাবে চোট-আঘাত না লাগে, তার দিকে খেয়াল রেখে তাদের শোয়ানো হবে স্ট্রেচারগুলিতে। তার পর এনডিআরএফ কর্মীরা সুড়ঙ্গের মুখ থেকে দড়ি ধরে টানতে শুরু করবেন। আর তাতেই চাকা লাগানো স্ট্রেচারটি গড়াতে গড়াতে এক সময় পাইপের মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে। শ্রমিকদের এদিনই উদ্ধারের আশা আরও বাড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের প্রাক্তন পরামর্শদাতা ভাস্কর খুলবেও বলেন, ''সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে সন্ধ্যার আগেই উদ্ধার করা সম্ভব হবে আটকে থাকা শ্রমিকদের। সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে উদ্ধার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করছি। আপাতত অগার ড্রিলিং মেশিনটি ঠিকঠাক কাজ করছে। সুড়ঙ্গে আটকে থাকা শ্রমিকরাও মানসিকভাবে স্থিতিশীল আছেন।'' কিন্তু শেষপর্যন্ত এমন কিছুই ঘটেনি। তবে উদ্ধারকাজ যে একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে গিয়েছে, তা স্পষ্ট। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিও শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের বলেন, ''উদ্ধারকাজ একেবারে শেষের পথে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার একযোগে সবটা দেখাশোনা করছে।''

নয়ের পাতায়

সুড়ঙ্গে অভিযান

■ ১০-১২ মিটার ড্রিলিংয়ের আগেই ফের ভেঙে যায় খননযন্ত্র অগার মেশিন।

■ বারবার এই মেশিন বিগড়ে যাওয়াতেই উদ্ধার কাজে বিলম্ব।

■ ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হলেও সর্বত্র জিপিএস কাজ না করাতেও বিলম্ব।

২১ জুলাইয়ের সমাবেশও কি বন্ধ করে দেব? রাজ্যকে প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির

২৯শে ধর্মতলায় শাহি সভা, রায় দিল হাই কোর্ট

আমরা তাহলে একটা কাজ করছি, আমরা ২১ শে জুলাইয়ের সভাও বন্ধ করে দিচ্ছি। অযথা রাজনৈতিক রং দিচ্ছেন। আমরা সব বন্ধ করে দিচ্ছি। কোনও মিটিং, মিছিল, সভা নয়। সেটা করলে কি ভাল হবে?

প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ
কলকাতা হাই কোর্ট

স্টাফ রিপোর্টার: রাজ্যের আরজি খারিজ করে আগামী ২৯ নভেম্বর ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে বিজেপিকে সভা করার অনুমতি দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ধর্মতলায় চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ এবং বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলের ওই সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর আসার কথা। পুলিশ ওই সভার অনুমতি না দেওয়ায় বিজেপি আদালতের দ্বারস্থ হয়। গত সোমবার তারই প্রেক্ষিতে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার সিঙ্গল বেঞ্চ ২৯ নভেম্বর ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করতে বিজেপিকে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেয়। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয় রাজ্য। শুক্রবার রাজ্যের সেই আবেদনই খারিজ করে সভার অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। আদালত জানিয়েছে, কর্মসূচির জন্য কলকাতা পুলিশের ওয়েবসাইটে দেওয়া শর্ত মানতে হবে। তবে অতিরিক্ত কোনও শর্ত যে সভার আয়োজকদের উপর চাপানো যাবে না, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছে হাই কোর্ট। একইসঙ্গে ধর্মতলায় ২১শে জুলাই শুধুমাত্র তৃণমূলের সভার পক্ষে রাজ্যের আইনজীবী কিশোর দত্তর সওয়ালের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের হুঁশিয়ারি,"আমরা তাহলে একটা কাজ করছি, আমরা ২১ শে জুলাইয়ের সভাও বন্ধ করে দিচ্ছি। অযথা রাজনৈতিক রং দিচ্ছেন। আমরা সব বন্ধ করে দিচ্ছি। কোনও মিটিং, মিছিল, সভা নয়। সেটা করলে কি ভাল হবে?''প্রসঙ্গত, এদিন আদালতের আরও তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ , ''আপনারা অযথা এই সভাকে জনপ্রিয় করে দিচ্ছেন। আগে যদি ১০ হাজার মানুষ আসত, এখন ১ লাখ মানুষ আসবে।'' ডিভিশন বেঞ্চের এদিনের নির্দেশের পর রাজ্য সুপ্রিম কোর্টে গেলে একতরফা শুনানি আটকাতে ইতিমধ্যেই শীর্ষ আদালতে ক্যাভিয়েট দাখিল করেছে বিজেপি।

এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ দিবস কর্মসূচির প্রসঙ্গ ওঠে হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে। রাজ্যের তরফে আইনজীবী কিশোর দত্ত দাবি করেন, ''ওখানে ২১ জুলাই ছাড়া আর কোনও সভা হয় না।'' প্রধান বিচারপতি তখন জানতে চান, ''কেন ? ২১ জুলাই তারিখের বিশেষত্ব কি?''এর প্রেক্ষিতে রাজ্যের তরফে যে যুক্তি খাড়া করা হয় তার গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে জানায় আদালত। বিজেপির তরফেও রাজ্যের শাসকদলের ২১ জুলাইয়ের কর্মসূচি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। বিজেপির তরফে আইনজীবী সৌম্য মজুমদার, বিঘ্নদল ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, ''শাসকদল যেমন রাজনৈতিক কর্মসূচি করে, বিজেপিও তেমন করতে চায়। তৃণমূল ওই দিন ধর্মতলায় সভা করতে পারলে, তারা পারবে না কেন, অসুবিধার কী রয়েছে?'' এই প্রসঙ্গেই কার্যত ২১ শে জুলাইয়ের সভা বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন প্রধান বিচারপতি। পর্যবেক্ষণে বিচারপতি আরও মন্তব্য করেন, ''রাজনৈতিকভাবে অযথা সমস্যা তৈরি করা হচ্ছে। দু'সপ্তাহ আগে আবেদন করা যথেষ্ট।''এদিন রাজ্যের তরফে আরও দাবি করা হয়, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে যেখানে এই সভার আবেদন করা হচ্ছে, সেটা শহরের কেন্দ্রবিন্দু।

নয়ের পাতায়

বিরক্ত ফিরহাদ, 'আমরা কি স্কুলে পড়ি?'

বিধানসভায় মন্ত্রী ও সদস্যদের জন্য হাজিরা খাতা, নিয়মিত উপস্থিতি নিয়ে কড়াকড়ি

স্টাফ রিপোর্টার : বিধানসভায় মন্ত্রী-বিধায়কদের হাজিরা খাতায় সই নিয়ে তৃণমূলের কড়াকড়ি। তার জেরে সামনে এল ক্ষোভ-উষ্মাও। শুক্রবার বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন শুরু হতেই সেই ক্ষোভ ঘিরে সরগরম হয়ে ওঠে রাজ্য-রাজনীতি। অধিবেশন শুরুর আগেই সময় লিখে খাতায় সই করা নিয়ে একাধিক মন্ত্রী ও বিধায়কের মন্তব্য এদিন বিতর্কে ঘি ঢালে। সই করে বিধানসভার অলিন্দে দাঁড়িয়েই কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। বলেন, "আমরা কি স্কুলে পড়ি নাকি! পার্টি বলেছে, তাই করলাম। কিন্তু এটার সঙ্গে আমি সহমত নই।" তাতেই প্রশ্ন ওঠে। ব্যাখ্যায় ফিরহাদ বলেন, "বাকিদেরও নিজেদের দায়িত্ব রয়েছে। আমরা তো স্কুলের বাচ্চা নই যে, সই করতে হবে।" সইয়ের পর আরেক মন্ত্রী মলয় ঘটকের মন্তব্য, "১১ বছর ধরে বিধানসভায় রয়েছি। এক দিনও কামাই করিনি।" যদিও সইয়ের নিয়ম নিয়ে তিনি কোনওরকম মন্তব্য এড়িয়ে যান। মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন বলেন, "সই করলাম, সময় লিখলাম। ভালই লাগছে।"

বাকিদের মধ্যে নিয়ম মেনে সই করেন ব্রাত্য বসু, বাবুল সুপ্রিয়, পার্থ ভৌমিক, শশী পাঁজা, বিরবাহা হাঁসদা, সুজিত বসু, স্বপন দেবনাথ, বেচারাম মান্না, উজ্জ্বল বিশ্বাসরা। সইয়ের গোটা পর্বই চলে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের ঘরে। এর মধ্যে কড়াকড়ি নিয়ে অনেকে মন্তব্য এড়িয়ে গেলেও আড়ালে চাপা ফিসফাস গোটাদিনই চলেছে। কেউ কেউ রসিকতা করে এ-ও বলেন, "খাতায় সময় লিখে, সই করে অধিবেশন কক্ষে ঢুকতে হচ্ছে। ব্যাপারটা বেশ ভালই।" এক জন আবার মন্ত্রী ব্রাত্যর উদ্দেশে প্রশ্ন করেন, "প্রক্সি সই করা যাবে নাকি?" শুনে হেসে ফেলেন ব্রাত্য।

মন্ত্রী-বিধায়কদের হাজিরা খাতায় সই করার বিধান বরাবর থাকলেও ফিরহাদ-সহ সিনিয়র কয়েকজন মন্ত্রী এদিনই প্রথম হাজিরা খাতায় সই করলেন। তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিধানসভার হাজিরা খাতায় সই নিয়ে কড়াকড়ি করেছে শাসক শিবিরের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি। অধিবেশনে মন্ত্রী-বিধায়করা কখন ঢুকছেন, কখন বেরোচ্ছেন সবটাই এবার থেকে সময় লিখে সই করে দিতে হবে। কমিটির চেয়ারম্যান শোভনদেববাবু। অন্যতম সদস্য ফিরহাদ নিজে। শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সেই সদস্যের মুখেই এমন মন্তব্য বিতর্ক বাড়ায়। গোটা ঘটনার খবর মুখ্যমন্ত্রীর কানে যেতে সময় লাগেনি। তার পরই ফিরহাদের সঙ্গে এ নিয়ে তাঁর বিস্তারিত কথা হয়। ততক্ষণে শোকপ্রস্তাব পাঠের পর এদিনের মতো অধিবেশন শেষ হয়ে গিয়ে দলের পরিষদীয় বৈঠকও শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই বৈঠকে এই কড়াকড়ি নিয়ে বিস্তারিত ক্লাস নেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিও।

পুজোর পর এদিনই প্রথম অধিবেশন। তার পর দলের রাজ্য সভাপতির নেতৃত্বে পরিষদীয় দলের বৈঠক নির্ধারিতই ছিল। সূত্রের খবর, সেই বৈঠক চলাকালীনই ফিরহাদের সঙ্গে কথা হয় মুখ্যমন্ত্রীর।

নয়ের পাতায়

■ বিধানসভায় হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করছেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। শুক্রবার। —পিন্টু প্রধান

রাজ্যকে বঞ্চনা নিয়ে দলের বিধায়কদেরই প্রশ্নবাণে বিদ্ধ সুকান্ত

টাকা বন্ধে মতভেদ বিজেপিতে

স্টাফ রিপোর্টার : এবার তৃণমূল কংগ্রেসের সুরেই বাংলার বকেয়া পাওনা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রাখা নিয়ে দলীয় বিধায়কদের কড়া প্রশ্নের মুখে পড়লেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। শুধু তাই নয়, পাওনা আটকে রাখা নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কথা শুনে 'ন্যায্য পাওনাদার'দের অবিলম্বে টাকা মিটিয়ে দিতে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন বলেও জানিয়ে দিলেন সুকান্ত। উল্লেখ, বকেয়া পাওনা নিয়ে বিজেপির দুর্নীতির অভিযোগ উড়িয়ে গত মাস তিনেক ধরে তৃণমূলের তরফে পাল্টা দাবি করা হয়েছে, 'যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তথ্য রয়েছে তাঁদের বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত ন্যায্য পাওনাদারকে অবিলম্বে টাকা মিটিয়ে দিক কেন্দ্র'। শুক্রবার বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠকে বসেই গ্রামে-গঞ্জে কেন্দ্রবিরোধী ক্ষোভের কথা জানতে পেরে কার্যত তৃণমূল কংগ্রেসের সেই দাবিকে মান্যতা দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। আসলে গত দুমাসে একাধিক বিজেপি বিধায়ক কেন্দ্রের পাওনা আটকে রাখা নিয়ে নিচুতলার কর্মীদের বিক্ষোভের মুখেও পড়েছেন। সুকান্তর এই চিঠি লেখার কথা বিধায়কদের জানানোর ২৪ ঘণ্টা আগেই নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছেন, ডিসেম্বরের দ্বিতীয় বা তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লি গিয়ে সমস্ত সাংসদকে নিয়ে পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার দাবিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। স্বভাবতই মমতা প্রধানমন্ত্রীর কাছে সদলবলে পৌঁছে যাওয়ার আগেই বাংলার বকেয়া নিয়ে 'ন্যায্য পাওনাদার'দের জন্য মোদিকে চিঠি লিখছেন সুকান্ত মজুমদার।

পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকেই তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচি দিয়ে ১০০ দিনের পাওনা টাকা আটকে বাংলার গরিব মানুষদের বঞ্চিত করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বলে জোড়াফুল শিবির প্রচার জোরদার করেছে। নেতাজি ইন্ডোরের অধিবেশনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুথে বুথে মিছিল করে এই প্রচার জোরদার করতে বলেছেন। স্বভাবতই কেন্দ্রবিরোধী প্রবল চাপে গেরুয়া শিবিরের সাংসদ-বিধায়করা। আর এদিন তৃণমূলের সুরেই কেন্দ্রবিরোধী সেই ক্ষোভের আওয়াজ উঠল বিজেপি পরিষদীয় দলের বৈঠকে। বিজয়ার পর শুক্রবার বিধানসভায় দলীয় বিধায়কদের শুভেচ্ছা জানাতে আসেন সুকান্ত। যদিও এই বৈঠকে গরহাজির ছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, দলীয় বিধায়কদের নিয়ে ২৯ নভেম্বর ধর্মতলায় অমিত শাহর সভা নিয়ে আলোচনা চলছিল। কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে বঞ্চিতদের সভায় নিয়ে আসতে বিধায়কদের অনুরোধ করেন সুকান্ত। আর তখনই সুকান্তকে পড়তে হয় কেন্দ্রীয় পাওনা টাকা আটকে রাখা নিয়ে বিধায়কদের নানা অস্বস্তিকর প্রশ্নের মুখে। একাধিক বিজেপি বিধায়ক সুকান্তকে প্রশ্ন করেন, ১০০ দিনের ন্যায্য পাওনা টাকা কেন্দ্র আটকে রাখায় তার কোনও খারাপ প্রভাব কীভাবে সামাল দেওয়া হবে?

নয়ের পাতায়

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের ফলশ্রুতি, এল উচ্চপর্যায়ের স্পেনীয় দল

স্টাফ রিপোর্টার : যৌথ গবেষণা ও স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ফের বাংলায় স্পেনীয় প্রতিনিধিদল। শুক্রবারই স্পেন সরকারের ওই উচ্চ পর্যায়ের দল কলকাতায় আসে। ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার পরিদর্শন করে। পরে নবান্নে এসে দলের সদস্যরা দেখা করেন বাংলার মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে। নবান্ন সূত্রের খবর, স্পেন সফরের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানায় প্রতিনিধিদলটি। দলে ছিলেন মাদ্রিদের ইনস্টিউকো সারভেন্তিসের সেক্রেটারি জেনারেল, প্রোমোশন অব স্প্যানিশ ল্যাঙ্গোয়েজ ওভারসিজের ডাইরেক্টর জেনারেল, ভারতে স্পেনীয় দূতাবাসের ডেপুটি হেড অব মিশন এবং স্পেন সরকারের আরও চার উচ্চপদস্থ অফিসার। তাঁরা সরকারকে জানান, আগামী দিনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও ছাত্র বিনিময়ে দুই দেশের সহযোগিতার বিপুল সুযোগ রয়েছে। গবেষণা, অনুবাদ ও প্রকাশনা ক্ষেত্রেও যৌথ উদ্যোগে কাজের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনাকে সফল করতেই স্পেনীয় দলটির এই বঙ্গ সফর। সম্প্রতি স্পেন সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই সফরেই রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান সচিব বন্দনা যাদব বৈঠক করেন স্প্যানিশ ভাষার ডিরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে। বৈঠকে স্পেনের সঙ্গে যৌথভাবে বাংলায় স্প্যানিশ ভাষা শিক্ষার প্রসারের সিদ্ধান্ত হয়। বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন উপলক্ষে স্পেনের একটি প্রতিনিধিদল মঙ্গলবারই কলকাতায় আসে। রাজ্য-স্পেন মউ চুক্তি হয়। এবার হল নতুন একটি দল। ভাষাশিক্ষার এই যৌথ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে ক্যালকাটা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের হাত ধরে। এই তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এদিন যান নতুন দলটি।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মোদি রাজ্যে দলিতকে জুতো চাটিয়ে বেল্টপেটা মালকিনের

আমেদাবাদ : বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের উপরে অত্যাচার যেন নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার দলিত অত্যাচারের ঘটনা ঘটল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্যে। সংস্থার প্রাক্তন এক দলিত কর্মীকে নিজের জুতো চাটালেন মালকিন। শুধু তাই নয়, আরও পাঁচজন মিলে বেল্ট দিয়ে বেধড়ক মারলেন ওই দলিত ব্যক্তিকে। ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাতের মোরবিতে। দলিত ব্যক্তির নাম নীলেশ দালসানিয়া। ইতিমধ্যেই স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। আটক করা হয়েছে মূল অভিযুক্ত সংস্থার প্রধানকে। আরও পাঁচ কর্মীকে আটক করেছে মোরবি পুলিশ। শুরু হয়েছে তদন্ত।

সংবাদ সংস্থার খবর, তাঁর অপরাধ বকেয়া মাইনে চেয়ে মালকিনকে ফোন করেছিলেন নীলেশ। অক্টোবর মাসে রানিবা প্যাটেল নামে এক মহিলার সংস্থায় সেলস ম্যানেজার হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, দিন পনেরো পরেই নীলেশকে বরখাস্ত করে সংস্থা। তাই নভেম্বরের শুরুতে ১৫ দিনের বকেয়া ১২ হাজার টাকা মাইনে চেয়ে সংস্থার প্রধান রানিবার সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি। কিন্তু সেই বেতন হাতে পাননি নীলেশ। তাই সোজা অফিসে চলে আসেন। সেখানেই বকেয়া বেতন চাইতেই মারধরের মুখে পড়েন তিনি।

নয়ের পাতায়

■ বাঁদিকে, অভিযুক্ত রানিবা প্যাটেল। ডানদিকে নিগৃহীত।